



10528 - শূকররে গোশতরে নাপাকি

প্রশ্ন

আমি পড়ছি যে, যসেব থালা-বাসন, চামচ বা চাকু শূকররে গোশতরে স্পর্শে এসছে সেগুলো সাতবার পানি দিয়ে এবং একবার বালু দিয়ে পরষ্কার করতে হবে— এটা কিসঠকি? কোন হাদিসরে ভিত্তিতে এ হুকুমটা এসছে? থালা-বাসন সাবান দিয়ে একবার ধুয়ে নলি কচলবে না?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

শূকররে গোশত হারাম। শূকররে গোশত, চর্ব্বিথবা অন্য যে কোনও অংশ খাওয়া নাজায়যে। দলিল হচ্ছ আল্লাহর বাণী (ভাবানুবাদ): “তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে— মরা প্রাণী, রক্ত ও শূকররে গোশত।” [সূরা আল-মায়দি: ৩]

মুসলমানগণ শূকররে সবকিছু হারাম হওয়ার ব্যাপারে ‘ইজমা’ (ঐক্যমত্য) করছেন। শূকররে মধ্য ক্ষতকির উপাদান থাকায় এবং শূকর অপবিত্র হওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা শূকর খাওয়া হারাম করছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: (ভাবানুবাদ): “বলুন, যা কিছু আমার কাছে ওহী করা হয়েছে, তাতে আহরকারীর আহর হিসেবে কোন কিছুই নষিদ্ধ পাই না— মরা প্রাণী, প্রবহমান রক্ত ও শূকররে গোশত ছাড়া; কারণ তা (শূকররে গোশত) অপবিত্র” [সূরা আল আনআম: ১৪৫]

শূকররে গোশত রোগের উৎস। বজ্জিঞান যত আগাচ্ছে বজ্জিঞানীরা শূকররে গোশত খাওয়ার ফলস্বেষ্ট নতুন নতুন রোগের সন্ধান পাচ্ছে। তাই যে কোন মুসলমানের উচিত যখনে এই নক্শ্ট গোশত ভক্ষণ করা হয় সখনে না যাওয়া; যাত করে নজিরে অজান্তে তা খয়ে ফলো থেকে বঁচে থাকতে পারে।

থালা-বাসন ধোয়ার ব্যাপারে বলব যে, এই নক্শ্ট গোশতরে নাপাকি যভেবে চলে যায় সভেবে ভাল করে ধুয়ে নলি চলবে। এ ব্যাপারে বশিদ্ধ মত হল— শূকররে গোশত অন্যান্য সাধারণ নাপাকির মত। এ ক্ষতরে সাতবার পানি দিয়ে; একবার মাটি দিয়ে ধৌত করার দরকার নহে।

দখেুন: শাইখ ইবনে উছাইমীন এর ‘আশশারহুল মুমত’ ১/৩৫৬

আল্লাহই ভাল জানেন।